দৈনিক খবর

21

তারিখ ... 03 AUG 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 3 কলাম 5 ...

ঢাকা ভার্সিটি থেকে ৪ জনের পিএইচডি ডিগ্রী লাভ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সিন্ডিকেট সম্প্রতি চারজনকে পিএইচডি এবং তিন জনকে এমফিল ডিগ্রী প্রদান করেন।

বাণিজ্য অনুষদের অন্তর্গত ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে মোঃ মোশারফ হোসেনকে তার 'কোঅপারেটিভ এ্যান্ড দেয়ার ম্যানেজারিয়াল ইফিসিয়েন্সী ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়। তার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য। কলা অনুষদের অন্তর্গত গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মিসেস আফিফা রহমানকে 'এ্যানালাইসিজ অব দি ফাংশনস্ এ্যান্ড ওয়ার্কিং অব দি ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিস্ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়। অধ্যাপক কে এম মোহসীন তার গবেষণাতত্ত্বাবধায়কছিলেন।

বাংলায় দু'জনকে পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়। 'খুলনার লোকসাহিত্যে সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপাদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য শেখ গাউস মিয়াকে এবং 'আধুনিক বাংলা কবিতায় সমাজ সচেতনতা (১৯১৯–১৯৪৮)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য মিসেস মাহবুবা সিদ্দিকীকে পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এদের উভয়ের গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেনঅধ্যাপকমনিরুজ্জামান।

এমফিল ডিগ্রীপ্রাপ্তরা হচ্ছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মোঃ মিজানুর রহমান শিকদার, মিসেস রীতা পারভীন এবং বাংলা বিভাগের অধীনে সৈয়দ আজিজুল হক। তাদের অভিসন্দর্ভগুলো হচ্ছে যথাক্রমে 'লেফটিস্ট পলিটিক্স ইন বাংলাদেশঃ এ্যান এ্যানালাইসিজ অব দি রোল অব জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (১৯৭২–৭৪)', 'দি রোল অব উইমেন্স অরগানাইজেশনস ইন উইমেন ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ' এবং 'ময়মনসিংহের গীতিকাঃ জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য'। জনাব শিকদার ও মিসেস পারভীনের গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপিকা নাজমা চৌধুরী ও সৈয়দ হকের গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন।